ইমাম মুসলিম নিজ সহিহ হাদিসের গ্রন্থে, ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল নিজ মাসনাদে হজরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ‹‹ দুই প্রকার জাহান্নামি আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) : (১) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।››

উলামায়ে কেরাম এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী:- "দুই প্রকার জাহান্নামি দল"- এখানে উক্ত দুই দলের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। [আল মিনহাজ শরহে সহিহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ লিল ইমাম নববী]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী:- "আমি তাদেরকে দেখিনি" অর্থাৎ, এই দুই দলের উপস্থিতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল না, ঐ যুগের মানুষের নিষ্কলুষতার কারণে। এটা এই কথার

দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, এই দুই দলের আবির্ভাব খুব শিগগিরই ঘটবে। আর এমনটিই হয়েছে। [আল মুফহিম লিমা উসকিলা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম লিল ইমাম কুরতুবী] সুবহানাল্লাহ, এই হাদিস নবুয়্যাতের কত সুস্পষ্ট দলিল! আজ আমরা এই দুই দলের উপস্থিতি আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছি। [আল মিনহাজ]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী:- "এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে" এখান থেকে বুঝা যায় তারা নিরিহ মানুষের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে তাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। [ইকমালুল মুওলিম শরহে সহিহ মুসলিম লিল আল্লামা কাজী ইয়ায]

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবায়ন আজ আমরা পরিলক্ষিত করছি। আজ এই জাতির নেতৃত্বে এক জাতি স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, জুলুমের লাঠি যাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা আজ জুলুমের পরিধি এত বাড়িয়েছে যে তাদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে আজ হাজারো মজলুম প্রাণ হারাচ্ছে! পুলিশের অবস্থা আজ এমনই। [আল মুফহিম]

الشرط হচ্ছে شرطة এবং شرطی শব্দের বহুবচন। এরা হচ্ছে শাসকদের সহযোগী কতিপয় লোক। (আস সিহাহ ফিল লুগাত

লিল জাওহারি ওয়া তাজুল আরুস লিল যুবাইদি)

তাগুতদের সহযোগি আজকের এই জালিম পুলিশ বাহিনীর সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যবাণীর কি অদ্ভুত মিল, যেন তিনি তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী:- "তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য এমন কাপড় পরিধান করবে যে তাদের শরীর অর্ধেক আচ্ছাদিত করবে আর অর্ধেক উন্মোচিত করে রাখবে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বা মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য। আবার কেউ বলেন: এমন পাতলা কাপড় পরিধান করবে যে বাহির থেকে তাদের শরীরের রঙ বুঝা যাবে।" [নাইলুল আওতার শরহে মুনতাকাল আখবার লিল ইমাম শাওকানী] আবার কেউ বলেন:- "তারা কাপড় পরিধান করার পর শরীরের এমন স্পর্শ কাতর স্থানগুলো প্রদর্শন করবে যেগুলো ডেকে রাখা ওয়াজিব।" [আল মুফহিম]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: (مميلات مائلات) অর্থাৎ, "তারা নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে"

এখানে مائلات বলতে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য থেকে ফিরে যাওয়া, এবং যেই জিনিসের হেফাজত করা জরুরী ছিল তার হেফাজত না করা।

আর مميلات বলতে বুঝানো হয়েছে: তাদের এই নিকৃষ্ট কাজ

অন্যদের ও শিক্ষা দেওয়া। আবার কেউ কেউ বলেন: مائلات অর্থ হচ্ছে: হেলে দুলে চলা ফেরা করবে। আবার কেউ বলেন: তারা নিজেদের মাথার চুল আঁচড়াবে ব্যভিচারীনিদের মতো করে। আর مميلات এর অর্থ হচ্ছে: অন্যদেরকেও চিরুনি করে দিবে ব্যভিচারীনিদের মতো করে। [আল মিনহাজ], শব্দ দুটি মূলত ميل শব্দমূল থেকে এসেছে। এর মর্ম হচ্ছে- তারা নিজেদের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও সাজগোজের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। অতঃপর তারাও তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে ও ফিতনায় পতিত হবে।" [আল মুফহিম]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)

তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো।

أسنمة শব্দটি سنام এর বহুবচন। প্রত্যেক জিনিসের উঁচু স্থানকে তার سنام বলা হয়। আর البخت শব্দটি بختية এর বহুবচন। এটা এক প্রকার বড় কুঁজ বিশিষ্ট বড় জাতের উটকে বলা হয়। এখানে তাদের মাথাকে বড় উটের কুঁজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তারা চুলের খোঁপাকে উঁচু করে রাখে নিজেদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্য। আর এটা সাধারণত করে থাকে তাদের চুল বেশি বুঝানোর জন্য যা পুরুষদের আকর্ষণ করে থাকে। المائلة শব্দটি ميل শব্দমূল থেকে এসেছে, যার অর্থ ঝুঁকে পড়া। অত্যাধিক চর্বির কারণে যে উটের কুঁজ ঝুঁকে পড়েছে।

এখানে খোঁপার উচ্চতা কুঁজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। [আল মুফহিম], আর কেউ বলেন: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة- এর অর্থ হচ্ছে: কোন কাপড় জড়িয়ে মাথার খোঁপা কে বড় করে দেখানো। [আল মিনহাজ]

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদিস উল্লেখ করে এই কথা জানান দিতে চাচ্ছেন যে, যারা উপরোক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হবে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম, **তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না**। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশত বছরের দূর থেকেও পাওয়া যাবে! উল্লেখিত হাদিস দ্বারা এই দুই প্রকারের কাজ যে সুস্পষ্ট হারাম তা সরাসরি বুঝা যাচ্ছে। [নাইলুল আওতার]

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম নারীদের এই ধরনের নিকৃষ্ট কাজ থেকে হেফাজত করুন।এবং তাদের কে শালীনতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা দান করুন।সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবাগণের উপর।